ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: আগাম মাজরা পোকা

বাহক: হেটে বা উড়ে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। মাঠে ব্যবহৃত সরঞ্জামের মাধ্যমেও এই পোকার ডিম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে।

লক্ষণ/সনাক্তকারীবৈশিষ্ট্য:

১। আখের মাইজ পাতা মরে যায়। মরা মাইজ পাতা টানলে সহজেই উঠে আসে এবং দূর্গন্ধ ছড়ায়

২। গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকার ছিদ্র চিহ্ন এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে:

গাছের গোড়ায় ছিদ্র করে প্রবেশ করে। স্ত্রী পোকা পাতার নিচে ডিম পাড়ে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে: গাছের চারা অবস্থায় প্রথম দিকেই এই পোকা আক্রমণ করে।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ: সাধারণত কম তাপমাত্রা ও কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা পোকা আক্রমণের জন্য অনুকূল।

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

১। সহনশীল জাত চাষ করা।

২। আগাম চাষ অনুসরণ করা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)।

৩। জমি আগাছা মুক্ত রাখা।

৪। গাছের গোড়ায় হালকাভাবে মাটি দেয়া (২/৩ বার)।

৫। গমের জমির পাশে বা গমের সঙ্গে (সাথী ফসল) চাষ পরিহার করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

পোকাসহ আক্রান্ত গাছ মাটির নীচ থেকে তুলে ধ্বংস করা (ডিসেম্বর-এপ্রিল)।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

ফিপ্রোনিল যেমন রিজেন্ট ৩জিআর হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি অথবা রিজেন্ট ৫০ এসসি হেক্টর প্রতি ২ লিটার আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয়। পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্র বা ঝাঁঝরির সাহায্যে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, অথবা কার্বোসালফান যেমন মার্শাল ৬জি হেক্টর প্রতি

৩৩.৩৩ কেজি ছিটিয়ে অথবা ক্লোরপাইরিফস যেমন লরসবান ১৫জি, সাইরেন ১৫জি, পাইরিবান ১৫জি, নকবান ১৫জি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা না থাকলে সেচ দিতে হবে। অথবা হেক্টর প্রতি ১১.২৫ লিটার রেক্সিবান ২০ইসি পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্র বা ঝাঁঝরির সাহায্যে আখের সারির দুপাশে অগভীর নালা করে নালায় ও গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে অথবা সেট রোপনের সময় নালায় ফাইপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক যেমন রিজেন্ট ৩ জিআর হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি ছিটিয়ে অথবা রিজেন্ট ৫০এসসি হেক্টর প্রতি ২ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্র বা ঝাঁঝরির সাহায্যে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

মথ

ডিম

কীড়া

পিউপা

সনাক্তকারী ছবি:

চিত্র: আগাম মাজরা পোকা আক্রান্ত আখের গোড়া

চিত্র: আগাম মাজরা পোকা আক্রান্ত চারা

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ:২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: ডগার মাজরা পোকা

বাহক: হেঁটে বা উড়ে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। মাঠে ব্যবহৃত সরঞ্জামের মাধ্যমেও এই পোকার ডিম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে।

লক্ষণ/সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

১। পাতার মধ্য শিরায় সুতার মত লম্বালম্বি দাগ দেখা যায়।

২। পাতায় প্রায় সমান্তরালভাবে ছোট ছোট ছিদ্র চোখে পড়ে।

৩। আখের মাইজ পাতা মরে যায়- যার এক পার্শ্ব পুড়ে কুঁকড়ে যায় ।

৪। বয়স্ক গাছে আক্রমণ হলে অনেক সময় পার্শ্ব শাখা/কুশি গজায়।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: আখের ডগা আক্রমণ করে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে:

চারা অবস্থায় ডগা ফরমেশনের পর সাধারণত এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ক্ষতি করে থাকে।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ:

মাঝারি তাপমাত্রা ও অপেক্ষাকৃত কম আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এই পোকা বেশি বংশ বিস্তার করে

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

১। পোকামুক্ত বীজ রোপণ।

২। আগাম চাষ (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ও কর্তন (অক্টোবর-জানুয়ারী) অনুসরণ করা।

৩। নিয়মিত আগাছা দমন।

৪। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ (এ ই জেড অনুযায়ী)।

৫। অতিরিক্ত পানি সেচ দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

৬। ডগার মাজরা পোকা প্রবণ এলাকায় ঈশ্বরদী-২০ জাত চাষ সীমিত/পরিহার করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

১। মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা (জানুয়ারী-জুন)।

২। অধিক আক্রান্ত পুরনো জমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে নতুন আখ রোপণ।

৩। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে উপকারী পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলে উহা পরজীবি আধারে সংরক্ষণ করা (জানুয়ারী-জুন)।

৪। আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে ধ্বংস করা (জানুয়ারী-জুন)।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে দানাদার কীটনাশক ফিপ্রোনিল গ্রুপের যেমন গুলি ৩ জিআর, কেলিভার ৩ জিআর হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি অথবা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গ্রুপের ফারটেরা ০.৪% জি ২০ কেজি প্রতি হেক্টরে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্চনীয় (মার্চ, মে)। আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে দানাদার কীটনাশক ফিপ্রোনিল গ্রুপের যেমন গুলি ৩ জিআর, কেলিভার ৩জিআর হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি অথবা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গ্রুপের ফারটেরা ০.৪% জি ২০ কেজি প্রতি হেক্টরে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্চনীয় (মার্চ, মে)।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

কীড়া

মথ ডিম পুত্তলী

সনাক্তকারী ছবি:

ডগার মাজরা পোকার মথ সংগ্রহ

ডগার মাজরা পোকার ডিম সংগ্রহ

আক্রান্ত ডগা

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: গোড়ার মাজরা পোকা

বাহক: মাটি, ব্যবহৃত সরঞ্জাম

লক্ষণ/সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

১। প্রাথমিকভাবে গাছের ৩য়-৪র্থ পাতা উপর দিক থেকে শুকাতে থাকে।

২। মাইজ পাতা মরে যায়। মরা মাইজ পাতা টানলে সহজে উঠে আসে না ।

৩। পরবর্তীকালে আক্রান্ত গাছের সব পাতাগুলো ক্রমশঃ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ মরে যায় এবং আপনা থেকেই হেলে পড়ে। আক্রান্ত গাছ উপড়িয়ে নীচের অংশ চিড়লে গাছের গোড়ায় ক্ষত চিহ্ন/ কীড়া দেখা যায়। প্রতি গাছে ১/২টি বা বেশী কীড়া থাকতে পারে।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: আখের গোড়ায় আক্রমণ করে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে: গোড়ায় মূল ফরমেশনের পর সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ক্ষতি করে থাকে।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ: উচ্চ তাপমাত্রা ও অপেক্ষাকৃত কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

১। গভীর চাষ অনুসরণ করা।

২। অধিক আক্রান্ত এলাকায় মুড়ি আখ চাষ স্থগিত রাখা।

৩। ফসল চক্র অনুসরণ করা।

৪। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা (আগষ্ট-অক্টোবর)।

৫। আগাম কর্তন অনুসরণ করা (অক্টোবর-জানুয়ারী)।

৬। গোড়ার মাজরা পোকা প্রবন এলাকায় ঈশ্বরদী-১৮ জাত পরিহার করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

১। আক্রান্ত গাছ মাটির নীচ থেকে পোকাসহ তুলে ধ্বংস করা (জানুয়ারী-জুন)।

২। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেচ দিয়ে পানি কয়েক দিন ধরে রাখা (ফেব্রুয়ারী-মে)।

৩। কর্তনের পর মোথাগুলো চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে তুলে পুড়িয়ে ধ্বংস করা।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

কীটনাশকের সাহায্যে দমন:

জমির জোঁ অবস্থায় আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে গাছের গোড়ায় ও নালায় ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক যেমন লরসবান ১৫জি,

পাইরিবান ১৫জি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি অথবা পাইরিথ্রয়েড যেমন রাগবি ১০জি হেক্টর প্রতি ২০.০ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মালচিং কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে জোঁ না থাকলে ১/২ দিন পূর্বে সেচ দিয়ে নিতে হবে অথবা টালষ্টার ২ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ১০ কেজি অথবা সিনোলাক্স ২৫ ইসি হেক্টর প্রতি ১০.০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ও নালায় প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মার্চ থেকে জুলাই সময়ে পোকার প্রাদুর্ভাবের উপর নির্ভর করে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

মথ

কীড়া

পুত্তলী

সনাক্তকারী ছবি:

মরা মাইজ

পাতা

গাছের গোড়ায় কীড়া

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: কান্ডের মাজরা পোকা

বাহক: আক্রান্ত আখের সেট ও মাটি বাহিত।

লক্ষণ/সনাক্তকারীবৈশিষ্ট্য:

১। প্রাথমিক আক্রমণে গাছের পাতাগুলো শুকাতে থাকে এবং পরিণতিতে আখের মাথা বা উপরিভাগ মরে যায়। কখনো কখনো আক্রান্ত গাছের মাথা সহজেই ভেঙ্গে যায়। এক গাছে একাধিক কীড়া প্রবেশ করে খায় ফলে গাছের মাঝের ২/৩টি পাতা বা কয়েকটি পাতা শুকিয়ে মারা যায়, যাকে প্রাথমিক (Primary infestation) আক্রমণ বলে ।

২। প্রাথমিক আক্রমণের শেষে খাবারের অভাব হলে কীড়াগুলো অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতি গাছে ১/২ টি কীড়া প্রবেশ করে কিন্তু পাতা শুকায় না বা গাছ মরে না, এ অবস্থাকে পরবর্তী আক্রমণ (Secondary infestation) বলে।

৩। আক্রান্ত গাছে কখনও কখনও শিকড় গজায় এবং আখের কান্ড জড়িয়ে ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে চোখ গজিয়ে গাছ বের হয়।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: আখের কান্ডে আক্রমণ করে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে: কান্ড ফরমেশনের পর আক্রমণ করে। সর্বোচ্চ ক্ষতি করে থাকে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ: উচ্চ তাপমাত্রা এবং অপেক্ষাকৃত বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

১। পোকা প্রতিরোধী/সহনশীল জাতের চাষ করা।

২। প্রত্যায়িত বীজ ক্ষেতের বীজ সংগ্রহ করে পোকা মুক্ত বীজখন্ড রোপণ করা ।

৩। আগাম কর্তন অনুসরণ করা (অক্টোবর-জানুয়ারী)।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

১। প্রাথমিক আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে ধ্বংস করা (মে-জুলাই)।

২। পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা (আগষ্ট-অক্টোবর)।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

১. কীটনাশকের সাহায্যে কান্ডের মাজরা পোকা দমন: কারটাপ যেমন নকোটাপ ৬জি হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি আখের সারির উভয় পাশে নালা কেটে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে দানাগুলো ঢেকে দিতে হবে। জুন মাসে বৃষ্টি হলে আলাদা ভাবে সেচ প্রদানের প্রয়োজন নাই। অথবা ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ৩০০ গ্রাম আক্রান্ত আখরে ঝাড়ে স্প্রে করতে হবে (জুন- আগষ্ট)।

২. জৈবিক দমন: পরজীবি পোকা ট্রাইকোগ্রামা দ্বারা দমন।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

মথ

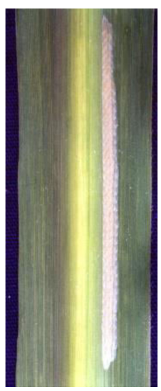
ডিমের গাঁদা

কীড়া

পুত্তলী

সনাক্তকারী ছবি:

মাজরা পোকা আক্রান্ত কান্ড

আক্রান্ত কান্ডে পোকার বিষ্ঠা

আক্রান্ত কান্ডে পোকার কীড়া

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: সাদা কীড়া বা হোয়াইটগ্রাবস

বাহক: বেলে ও বেলে দোঁ-আশ মাটি (সাধারণত উত্তরাঞ্চলের মাটি)।

লক্ষণ/সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

১। কীড়াগুলো আখের শিকড় খায় ফলে গাছ দুর্বল ও খর্বাকৃতি দেখায়।

২। পুষ্টিহীনতার জন্য গাছের পাতা ক্রমশঃ হলুদ হয়ে যায়।

৩। ক্ষেতে গাছের বৃদ্ধি সমানভাবে হয় না বলে গাছগুলো বিভিন্ন উচচতা বিশিষ্ট হয় ।

৪। হোয়াইটগ্রাবস্ আক্রান্ত ঝাড় সামান্য জোরে টান দিতেই উঠে আসে এবং কীড়াগুলো নজরে পড়ে। একমাত্র *Alissonotum impressicolle* Arrow প্রজাতির বিটল পূর্নাঙ্গ অবস্থায় আখের ক্ষতি করে থাকে, এদের আক্রমণের ফলে মাইজ মরে যায়, যা দেখতে আগাম মাজরা পোকার (ESB) আক্রমণের মতই।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: আখের ঝাড়ের গোড়ায় মাটির নীচে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে: আখের শিকর ফরমেশনে পর এরা আখের শিকর খায়। তৃতীয় স্তরের কীড়া আখের বেশী ক্ষতি করে থাকে।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ: কম তাপমাত্রায় এই পোকা বেশী বংশ বিস্তার করে। সাধারণত ক্ষতির সর্বোচ্চ সময়কাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস।

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

১। রোপণের পূর্বে বার বার গভীর চাষ দিয়ে জমি ২/৩ দিন ফেলে রাখা।

২। গভীর ট্রেঞ্চ করা।

৩। আগাম চাষ অনুসরণ করা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)।

৪। অধিক আক্রান্ত অঞ্চলে ফসল চক্র অনুসরণ করা।

৫। অধিক আক্রান্ত ক্ষেতে মুড়ি আখ চাষ স্থগিত রাখা।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

১। প্রাথমিক পর্যায়ে আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ থেকে এদের পূর্ণাঙ্গ বিটলগুলো হাতজালের/আলোর ফাঁদের সাহায্যে সংগ্রহ করে মেরে পুঁতে ফেলা (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল)।

২। সেচ দিয়ে/বৃষ্টির পানি জমিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত ৫/৭ দিন ডুবিয়ে রাখা।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক যেমন মার্শাল ৬জি, করোসালফান ৬জি, সিনোগোল্ড ৬জি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক যেমন লরসবান ১৫জি, নকবান ১৫জি, পাইরিবান ১৫জি, ওয়েনক্লোর ১৫জি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয় । অথবা সিনোলাক্স ২৫ ইসি হেক্টর প্রতি ১০.০ লি. অথবা টালষ্টার ২ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ১০ কেজি পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ও নালায় প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

কীড়া

পুত্তলী

বিটল

সনাক্তকারী ছবি:

হোয়াইট গ্রাব আক্রন্ত গাছ

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫

ফসলের নাম: আখ

পোকা পরিচিতি: উঁইপোকা

বাহক: মাটি (মাটির নিচে তৈরী ঢিবিতে বাস করে), ব্যবহৃত সেট, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি।

লক্ষণ/সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

১। রোপণকৃত বীজখন্ড খেয়ে ফেলার দরুন গাছ গজাতে পারে না, ফলে মাঠে গাছের সংখ্যা অনেক কমে যায় যাকে গ্যাপী জারমিনেশন বলা হয়।

২। আক্রান্ত কচি গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

৩। আখ দাঁড়ানো অবস্থায়ও এরা আখের মূল শিকড় ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি সাধন করে। দাঁড়ানো আখে মাঝে মধ্যে উঁই পোকার টানেল দেখা যায়। টিস্যু খেয়ে ফেলার দরুন আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ সেটের/কান্ডের ফাঁপা অংশে মাটি দেখা যায় ।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: আখের রোপনকৃত সেট, আখ দাঁড়ানো অবস্থায় আখের মূল শিকড় ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি সাধন করে।

গাছের যে অবস্থায় পোকা আক্রমণ করে: সেট, আখ দাঁড়ানো অবস্থায় আখের মূল শিকড় ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি সাধন

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ:

এই পোকা সারা বছর মাঠে থাকে। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে স্থান উঁইপোকা বেশি পছন্দ করে। বর্ষাকাল এই পোকা বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত সময়। সব তাপমাত্রায় উঁইপোকা জীবন ধারণ করতে পারে। বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা এদের বংশবিস্তারে সহায়ক।

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

২। সেট রোপনের জন্য গভীর চাষ/গভীর নালা করা।

৩। আঁকাবাঁকা পদ্ধতিতে সেট রোপন করা।

৪। এসটিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা/উৎসাহিত করা।

৭। মুড়ি আখ চাষ স্থগিত করা।

৮। ফসল চক্র অনুসরণ করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

১। উঁই পোকার ঢিবিসহ ধ্বংস করা এবং রাণী উঁই সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।

৫। খাদ্য ফাঁদ ব্যবহার করা (মাটির হাড়িতে পাট কাঠি, ধৈঞ্চা রেখে জমিতে পুতে রেখে পরে তুলে উঁই পোকাগুলো মেরে ফেলা)।

৬। সেচ দিয়ে কয়েকদিন জমিতে পানি ধরে রাখা (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে)।

৭। আক্রান্ত সেট ও চারা গাছগুলো কোদাল দিয়ে তুলে জড়ো করে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

বীজ খন্ড শোধনের মাধ্যমে উঁই পোকা দমন: এক লিটার পানিতে ২ গ্রাম গাউচো ৭০ ডব্লিউ এস অথবা ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ক্রুজার ৭০ ডব্লিউ এস অথবা ১ লিটার পানিতে ৭ এমএল টিডো ২০ইসি- দ্রবণে ৩০ মিনিট শোধন করার পর রোপন করতে হবে। অথবা

মাটি শোধক কীটনাশক এর সাহায্যে উঁই পোকা দমন:

আখের বীজ খন্ড ট্রেঞ্চে বসানোর পর ফাইপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক যেমন রিজেন্ট ৩জিআর, লনজেন্ট ৩ জিআর, গুলি ৩ জিআর এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১৬.৬৬ কেজি অথবা হেক্টর প্রতি ১ লিটার রিজেন্ট ৫০এসসি, ফুকাস ৫০ এসি এর যে কোন একটি পানির সঙ্গে মিশিয়ে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে এবং সেটগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অথবা

আখের সেট ট্রেঞ্চে বসানোর পর ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক দিয়ে দমন ঃ এডমায়ার ২০ এসএল, ইমিটাফ ২০ এসএল, বাম্পার ২০ এস এল, র‍্যালি ২০ এস এল, হটসুট ২০ এসএল এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১ লিটার অথবা ১.২ লিটার লিমডা ১৭.৮ এসএল পানির সঙ্গে মিশিয়ে সিঞ্চন করার পর সেট গুলো রোপন করতে হবে। অথবা পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক দিয়ে দমন: পাউন্স ১.৫জি হেক্টর প্রতি ২০ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর সেট গুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে অথবা হেক্টর প্রতি ১০ কেজি টালষ্টার ২ ডব্লিউপি পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন করার পর সেট গুলো রোপন করতে হবে (রোপন কালে ও মে মাসে)। অথবা

ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক দিয়ে দমন: ক্লাসিক ২০ইসি, ডারসবান ২০ইসি, পাইরিফস ২০ ইসি, সাইরেন ২০ ইসি, ক্লোরসিড ২০ ইসি, এ্যামকোফস ২০ইসি, ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি, সালবান ২০ ইসি, সিকোবান ২০ ইসি, ট্রাইসেল ২০ ইসি, কিষাণ ২০ ইসি, কেমিসিড ২০ ইসি, পাইরিবান ২০ ইসি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১১.২৫ লিটার অথবা ডুকর্ড ১৭ ইসি হেক্টর প্রতি ১৩.২৩ লিটার অথবা সাইরেন

৫০ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ৪.৫ কেজি অথবা হিটাক্লোর ২৫ ডব্লিউ পি হেক্টর প্রতি ৯.০ কেজি অথবা ইমিডাক্লোর ১০ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ২.০ কেজি পানির সাথে মিশিয়ে নালায় সিঞ্চন করতে হবে অথবা লরসবান ১৫ জি, পাইরিবান ১৫জি, সাইরেন ১৫জি, নকবান ১৫জি এর যে কোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি অথবা আকতারা ২৫ ডব্লিউ জি হেক্টর প্রতি ৩০০ গ্রাম ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর সেট গুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে (রোপন কালে, মার্চ, মে)। অথবা

অরগানোফসফেট জাতীয় কীটনাশক দিয়ে দমন: রাগবি ১০ জি হেক্টর প্রতি ২০ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর সেট গুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে (রোপণ কালে, মে)।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

পূর্ণবয়স্ক উঁই

রাণী উঁই

সনাক্তকারী ছবি:

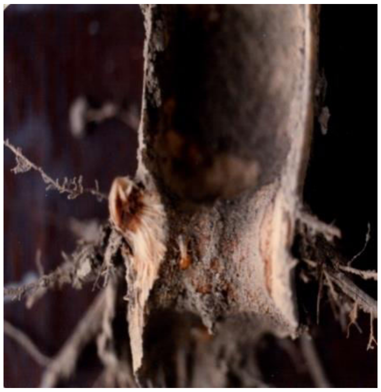

চিত্র: উঁইপোকা আক্রান্ত গাছ

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

ফসলের নাম: অ্যারাবিয়ান খেজুর

পোকা পরিচিতি: রেড পাম উইভিল

বাহক: বাতাস ও চারা দ্বারা বাহিত হয়।

লক্ষণ/সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য:

প্রকট আক্রান্ত হলে পাতা প্রথমে হলুদ এবং পরে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানে উজিং এবং কাঠের গুড়া পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত গাছের সাইড শুটিং প্রথমে মারা যায়।

গাছের যে অংশে আক্রমণ করে: কান্ড ও কান্ডের অগ্রভাগ

গাছের যে অবস্থায় আক্রমণ করে: গাছের বৃদ্ধির যেকোন সময় এই পোকা আক্রমণ করে। আক্রমণের সর্বোচ্চ্ সময় আগস্ট- অক্টোবর মাস।

পোকা আক্রমণ বেশী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ:

সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা ও অধিক বৃষ্টিপাতে পোকা আক্রমণের হার বেড়ে যায়। খেজুর গাছ প্রুনিং করার পর এই পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়।

পোকা আক্রমণ হওয়ার আগে করণীয়:

খেজুর বাগান আগাছা ও ময়লা আবর্জনা মুক্ত রাখা। নিয়মিতভাবে গাছের পরিচর্যা করা এবং কীটনাশক প্রয়োগ করা যাতে রেড পাম্প উইভিল আক্রমণ করতে না পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়:

প্রাথমিক পর্যায়ে পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হলে মেকানিক্যালি রেড পাম্প উইভিল এর লার্ভা ও পুর্ণাঙ্গ পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা:

১। খেজুর বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। খেজুর গাছে পোকা অভেদ্য জাল ব্যবহার করা।

৩। খেজুর বাগানে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা।

৪। খেজুর বাগানে যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা।

৫। ফেরোমন ট্যাপ ব্যবহার।

৬। খেজুর বাগানে বিষটোপ ব্যবহার:

মাটির তৈরি পাত্রে আখের চিটাগুড় ২.৫ কেজি, এসিটিক এসিড ৫ মিলি. ঈস্ট ৫ গ্রাম, নারিকেলের পাতার সবুজ পেটিওলসহ ৫০০ গ্রাম, সেভিন পাউডার ৮৫ এসপি মিশিয়ে এক একর জমির জন্য ৩০ টি পাত্রে রেখে দিলে লাল উইভলি পোকা পাত্রে পড়ে মারা যাবে।

৮। রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার:

আক্রান্ত খেজুর গাছে কীটনাশক প্রয়োগ করার সুবিধার্থে ইনজেক্টর দিয়ে ৩০-৪০ সেমি লম্বা এবং ১২ সেমি ডায়ামিটার বিশিষ্ট কমপক্ষে ১৫ সেমি পর্যন্ত খেজুর গাছে ছিদ্র করে কীটনাশক গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে ভিতরে লাল উইভলি পোকা মারা যাবে।

১. আক্রান্ত খেজুর গাছের সুড়ঙ্গের মধ্যে ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি (৪০০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে) অথবা কারবারিল (২০০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে) মিশায়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করায়ে দিলে ভিতরে লাল উইভিল পোকা মারা যাবে।

২. নাইট্রো ৫০৫ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মিলি) মিশায়ে প্রতি ৭ দিন পর পর স্প্রে করে দিলে লাল উইভিল পোকা মারা যাবে।

৩. ডিসপেল ১৮.৫ ইসি (প্রতি ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম) মিশায়ে প্রতি ৭ দিন পর পর স্প্রে করে দিলে লাল উইভিল পোকা মারা যাবে।

ছবি (বিভিন্ন পর্যায়):

রেড পাম্প উইভিল ডিম

রেড পাম্প উইভিল কীড়া

রেড পাম্প উইভিল পুত্তলী

পূর্ণাঙ্গ রেড পাম্প উইভিল

সনাক্তকারী ছবি:

আক্রান্ত চারা	আক্রান্ত চারার মাইজ পাতা	আক্রান্ত স্থানে উজিং

উৎস: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ